চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২ মার্চ ২০২৩ খ্রি.

গৃহকরে ছাড় পেয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরলেন গৃহকরদাতারা

গৃহকরে ছাড় পেয়ে হাসিমুখে ফুল হাতে ঘরে ফিরছেন চট্টগ্রামের গৃহকরদাতারা। বৃহস্পতিবার পুরাতন নগর ভবনের কে.বি. আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে এসেসমেন্ট রিভিউ বোর্ড এর শুনানীতে ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩ এবং ২৮ নং ওয়াড্রে করদাতারা গৃহকরের জন্য আপিল করে করছাড় পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফেরেন। এসময় করদাতারা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে করদাতাদের পাশে দাঁড়ানোয় ধন্যবাদ জানান।

রাজস্ব সার্কেল-৫ এর আয়োজনে গৃহকরের আপিল বোর্ডে আসা করদাতাদের মেয়র ফুল দিয়ে বরণ করেন। এরপর মেয়র করদাতাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ করেন।

গৃহকরে ছাড় পেয়ে আফতাব কনকর্ড টাওয়ার কল্যাণ সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমরা অনেক বিভ্রান্তিকর কথা শুনে গৃহকর নিয়ে ভীত ছিলাম। পরে বিভিন্নজনের পরামর্শে সমিতির সবাই আপিল বোর্ডে আসলে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকার ভ্যালুয়েশনকে মেয়র ৩০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন।

" নির্বাচিত হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিরা জনগণকে ভুলে যান। কিন্তু চট্টগ্রামের মেয়র এভাবে রিভিউ বোর্ড বসিয়ে জনগণের সুখ-দুঃখের কথা শুনে, করছাড় দিয়ে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। আমরাও কর দেয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রামের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পেরে খুশি।"

এভাবে বিভিন্ন ওয়াড্রে জনগণ মেয়রের কাছে আসেন। মেয়র জানতে চান, আপনি কত কর দিতে চান। কেউ বলেন, পাচশ টাকা বাড়ান, কেউ বলেন এক হাজার টাকা বাড়ান, আবার কেউ চান আগের পরিমাণেই কর দিতে। এরপর মেয়র করদাতা যা কর দিতে চাচ্ছেন সেই পরিমাণ টাকা এবং করদাতার দলিলাদি দেখে স্বল্প কর নির্ধারণ করে দেন। কাউকে আবার আগের পরিমাণ গৃহকরই নির্ধারণ করে দেন মেয়র।

এসময় চসিক মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আমি চট্টগ্রামের ছেলে। যে চট্টগ্রামের মানুষরা আমাকে ভোট দিয়ে মেয়র বানিয়েছে তারাই গৃহকর নিয়ে ভোগান্তিতে পড়বে এটা আমি হতে দিবনা। গৃহকর নিয়ে যে কোন অভিযোগ সমাধানে আমি এই রিভিউ বোর্ড বসিয়েছি। কারো যদি গৃহকর বেশি হয়ে থাকে তবে আপনারা রিভিউ বোর্ডে আসুন এবং আমাকে জানান, আমি গৃহকর কমিয়ে দিব। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিগুলো জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গুজব ছড়াচ্ছে। নাগরিকদের বলতে চাই আপনারা গুজবে কান দিবেন না। আমি প্রতিটি ওয়ার্ডে শুনানি করে কারো হোল্ডিং ট্যাক্স বেশি হলে তা সহনীয় করে দিচ্ছি। চট্টগ্রামের সন্তান হিসেবে আমি আপনাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

"আপনাদের করের টাকা আপনাদের নগরীর উন্নয়নেই ব্যয় হবে। আমি পুরো চট্টগ্রাম শহরকে ঢেলে সাজাচ্ছি। আপনারা সহযোগিতা করলে আমি নান্দনিক চট্টগ্রাম গড়ব। বর্তমানে জলাবদ্ধতা ও মশার যে প্রকট সমস্যা তা সমাধানে কাজ করছি আমি। আপনারা বিশ্বাস রাখুন, চট্টগ্রাম বদলে যাবে।"

এসময় রিভিউ বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহিদুল আলম, মোহাম্মদ সলিম উল-্যাহ, মোহাম্মদ জাবেদ, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর আনজুমান আরা, চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল তাবরীজ এবং জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ।

জলাবদ্ধতা, পয়:নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো
চট্টগ্রামের চার খাতে উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা চান মেয়র

চট্টগ্রামের জলবদ্ধতা, পয়:নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা চাইলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার টাইগারপাস্থ চসিক কার্যালয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরির (Iwama Kiminori) সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মেয়র বলেন, মুক্তিযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া বাংলাদেশ যে আজকে উন্নয়নের রোলমডেলে পরিণত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে জাপানের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নে জাপান বাংলাদেশের অকৃত্তিম বন্ধু হয়ে সহযোগিতা করে আসছে। কর্মগুণে বাংলাদেশের জনগণের মন জয় করেছে জাপান।
"বর্তমানে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রেক্ষিতে জলবদ্ধতা, পয়:নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর অবকাঠামো এ চারটি খাতকে প্রাধান্য দিচ্ছি আমি। জাপান এ চারটি খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারে। জাপানের অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমি নান্দনিক চট্টগ্রাম গড়তে চাই।"
মেয়রকে আশ্বস্ত করে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি বলেন, জাইকার পাশাপাশি প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ মডেলে বিনিয়োগ করে জাপানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো আর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এজন্য জাপান সরকারের সর্বোচ্চ সহযোগিতাপ্রাপ্তি নিশ্চিতে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব।"
বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারাকে বেগবান করতে জাপান সবসময় সহযোগিতা করে আসছে বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রদূত।
বাংলাদেশে বাণিজ্য প্রসারে জাপান আগ্রহী জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, চট্টগ্রাম ও মীরসরাইর ইপিজেডে জাপানের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ রয়েছে। জাপানের সবচেয়ে বড় কর্পোরেশনগুলোর একটি নিপ্পন স্টিল বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে এবং আরো করতে আগ্রহী। বন্দর ও সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাস্টমসহ প্রশাসনিক জটিলতা কমানো গেলে জাপানের বিনিয়োগের স্বর্গভূমি হতে পারে চট্টগ্রাম। এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। তাই ব্যবসাক্ষেত্রের বৈচিত্র্য আনয়নে জাপানি বিনিয়োগ বাংলাদেশে ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারে।

উল্লেখ্য জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহযোগিতায় সংক্রামক মেডিকেল বর্জ্য ধ্বংসে দেশের প্রথম ইনসিনারেটর প-ান্ট বসিয়েছে চসিক যা চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই প্ল্যান্টে দৈনিক পাঁচ টন মেডিকেল বর্জ্য পোড়ানো হচ্ছে।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, জাপান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আজুমায়া কেনজি (Azumaza Kenji), কাওয়াই হিরোশি (Kawai Hiroshi), জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা জেট্রোর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ইয়োজি আন্দো আনন্দ (Yuji Ando Ananda), জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮